জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০ শিক্ষাবর্ষে এম. এড কোর্স সংক্রান্ত তথ্যাবলি

২০২০ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার অব এডুকেশন [এমএড] কোর্সে ভর্তি যোগ্যতা: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড/বিএমএড পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে ন্যুনতম ৪৫% নম্বর অথবা গ্রেডিং ও ক্রেডিট পদ্ধতিতে ন্যুনতম সিজিপিএ / জিপিএ ২.২৫ পেতে হবে।

Syllabus Master of Education (M.Ed) Programme জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়,গাজীপুর

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর এক শিক্ষাবর্ষ মেয়াদী মাস্টার অব এডুকেশন (এম.এড) কার্যক্রম বাস্ত্মবায়নের নিয়মাবলি-

১.০ কোর্স ও ক্রেডিট

- **Total Credits 44 Credits**
- Core Courses: 6 courses 6x4 Cr. =24 Credit 600 Marks
- Elective Courses: 4 courses 4x4 Cr.=16 Credit 400 Marks

Total Courses: 10 Total Marks: 1000 Marks

- Comprehensive Examination

a) Written Part 3 **Credits** 75 Marks
b) Oral Part 1 **Credit** 25 Marks

- **Total Credits and Marks:** 44 Credits 1100 Marks

২.০ সেমিস্টারভিত্তিক কোর্স: সেমিস্টারভিত্তিক কোর্স সংখ্যা হবে নিম্নরূপ-

১ম সেমিস্টার = ৫টি কোর্স ২য় সেমিস্টার = ৫টি কোর্স মোট = ১০টি কোর্স ৩.০ কোর্সেস ও ক্রেডিট: ক্রেডিট ঘণ্টার ভিত্তিতে কোর্সসমুহ পরিচালিত হবে। প্রতি সপ্তাহে পাঠদানের জন্য ব্যয়িত ক্লাস ঘন্টাকে ক্রেডিট হিসেবে গণ্য করা হবে। ১০০ নম্বরের একটি কোর্স হবে ৪ ক্রেডিট ঘণ্টার। প্রতি ক্রেডিট = ১ ঘণ্টার ১০টি ক্লাশ। ক্লাসের সময় ১ ঘণ্টা হলে ৪ ক্রেডিট ঘণ্টায় মোট ৪০টি ক্লাস হবে। একটি কোর্সে সপ্তাহে অন্তত: ২টি ক্লাস থাকবে।

৪.০ মুল্যায়ন

ক্রমিকনং	মুল্যায়নের ধরণ	নম্বর বণ্টন
৪.১। ক)	চুড়ান্ত পরীক্ষা -	৬০ নম্বর
খ)	অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা-	৪০ নম্বর
১)	২টি ইনকোর্স পরীক্ষা -	২১ x ৫ = ৩০ নম্বর
২)	নির্ধারিত কাজ/প্রজেক্ট	= ১০ নম্বর
মোট	১০০ নম্বর	

৪.২যে সকল শিক্ষার্থী থিসিস নিবেন তাদের ১টি গ্রুপ থেকে ২টি নৈর্বাচনিক কোর্স নির্বাচন করতে হবে। একজন থিসিস গ্রহণকারী শিক্ষার্থী কলেজ কর্তৃক মনোনীত একজন সুপারভাইজারের অধীনে তার গবেষণা কাজ সম্পাদন করবেন। কলেজের জৈষ্ঠ্যতম এক তৃতীয়াংশ শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি সুপারভাইজার মনোনীত করবেন। উক্ত কমিটির সভাপতি হবেন কলেজের অধ্যক্ষ। প্রতি শিক্ষাবর্ষে একজন সুপারভাইজার সর্বোচ্চ ৫ জন শিক্ষার্থীর থিসিস তত্ত্বাবধান করতে পারবেন। থিসিস গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীর শিক্ষার সকল পর্যায়ে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০ অথবা ৫০% মার্কসের অধিকারী হতে হবে। তিনি তার গবেষণার উপর ন্যূনতম ২টি সেমিনার প্রদান করবেন। গবেষক সেমিনারে প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে (সুপারভাইজারের অনুমোদন ও অধ্যক্ষের প্রতিস্বাক্ষরসহ) গবেষণা সন্দর্ভ প্রণয়ন করে সুপারভাইজারের মাধ্যমে ৪(চার) কপি কলেজ অধ্যক্ষের কার্যালয়ে জমা দিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত বিধিমালা অনুযায়ী গবেষণা সন্দর্ভ মুল্যায়ন করা হবে। গবেষণা পরিচালনাকারী সুপারভাইজারগণ এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানী পাবেন। ৪.৩ অভ্যন্তরীণ ও চুড়ান্ত পরীক্ষায় সংক্ষিপ্ত এবং রচনামুলক প্রশ্ন থাকবে।

৫. পাঠদান কৌশল (Teaching Strategy) ও ইনকোর্স পরীক্ষা ৫.১ একক অথবা সর্বো”চ দুই জন শিক্ষক যৌথভাবে একটি কোর্সে পাঠদান ও মুল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। ৫.২ কোর্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষকদ্বয় পাঠদান শেষে পাঠের পরিসর অনুযায়ী ১ম ও ২য় ইনকোর্স পরীক্ষা গ্রহণ করবেন এবং মুল্যায়নকৃত উত্তরপত্র সংরক্ষণ করবেন (ন্যূনতম ১ বছর)। ইনকোর্স পরীক্ষার সময় হবে ১ঘন্টা। এতে সংক্ষিপ্ত ও রচনামুলক প্রশ্ন থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত পরীক্ষা কমিটি প্রয়োজনে ইনকোর্স খাতা নিরীক্ষণ করতে পারবেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ সকল ইনকোর্স পরীক্ষার নম্বর সংরক্ষণ করবেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করবেন।

৬. চুড়ান্ত পরীক্ষা (মৌখিকসহ) ও প্রশ্নের ধরন

৬.১ প্রতি সেমিস্টার শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষিত সময়ে প্রতিটি কোর্সে ৩ ঘণ্টাব্যাপী ৬০ নম্বরের একটি চুড়ান্ত লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কোর্সের সকল ইউনিট/অধ্যায় থেকে প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্নের ধরন হবে- ক) সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ১০টি ১০ □□২ = ২০ নম্বর খ) রচনামুলক প্রশ্ন ৫টি ৫□□০৮ = ৪০ নম্বর (৮টি প্রশ্ন থাকবে, যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।) চুড়ান্ত পরীক্ষার খাতা মুল্যায়নে একক পরীক্ষক ব্যবস্থা (ঝরহমষব ঊীধসরহবৎ ঝুংঃবস) অনুসরণ করা হবে। একই সাথে প্রধান পরীক্ষক ব্যবস্থা থাকবে।
৬.২ নৈর্বাচনিক কোর্সের একজন শিক্ষার্থী ২টি গ্রুপ থেকে ৪টি বিষয় এবং যেসব শিক্ষার্থী থিসিস নিবেন তারা যে কোন ১টি গ্রুপ থেকে ২টি বিষয় নির্বাচন করবেন।

৬.৩ অভ্যন্তরীণ ও চুড়ান্ত পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থী ন্যূনতম ৪০% নম্বর অর্জন করলে উত্তীর্ণ বলে গণ্য হবেন। কোন শিক্ষার্থী অনুত্তীর্ণ হলে পরবর্তীতে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হবার সুযোগ পাবেন।

৬.৪ প্রতি শিক্ষাবর্ষে ২য় সেমিস্টার সমাপ্তির পর চুড়ান্ত পরীক্ষা শেষে কম্প্রিহেনসিভ (Comprehensive) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা সকল শিক্ষার্থীর (থিসিস ও নন-থিসিস গ্রুন্নপ) জন্য আবশ্যিক। দুই সেমিস্টারের সকল কোর্স সম্পন্নড়বকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষায় দুটি অংশ- ক) লিখিত পরীক্ষা ও খ) মৌখিক পরীক্ষা (Viva Voce) থাকবে। ক) লিখিত পরীক্ষা: ০৩ (তিন) ঘণ্টাব্যাপী হবে। ৬টি আবশ্যিক কোর্সের প্রতিটি থেকে এক কথায় উত্তরভিত্তিক ৫টি করে মোট ৩০টি (৬দ্ধ৫=৩০) প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ (এক)। এ ছাড়াও ৬টি আবশ্যিক কোর্সের প্রতিটি থেকে একটি অথবাসহ ২টি করে রচনামুলক প্রশ্ন থাকবে। পরীক্ষার্থীকে এর প্রতিটি কোর্স থেকে একটি করে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান হবে ৭.৫। রচনামুলক প্রশ্নের মোট মান হবে ৬দ্ধ৭.৫=৪৫। একজন শিক্ষার্থী ৪০% নম্বর অর্জন করলে উত্তীর্ণ বলে গণ্য হবেন। খ) মৌখিক পরীক্ষা (Viva Voce): একজন অভ্যন্তরীণ ও একজন বহিঃপরীক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত

বোর্ডের মাধ্যমে ২৫ নম্বর এর মৌখিক পরীক্ষা (Viva Voce) অনুষ্ঠিত হবে। একজন শিক্ষার্থী ন্যূনতম ৪০% নম্বর অর্জন করলে উত্তীর্ণ বলে গণ্য

৭. গ্রেডিং সিস্টেম, উত্তীর্ণ গ্রেড, জিপিএ ও সিজিপিএ নির্ণয়: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাচেলর (অনার্স) ডিগ্রির সংশোধিত রেগুলেশন্স ২০০৯-২০১০ এর ১২, ১৩, ১৪নং ধারা (পৃষ্ঠা-১০-১২) অনুযায়ী গ্রেডিং সিস্টেম, উত্তীর্ণ গ্রেড, জিপিএ ও সিজিপিএ নির্ণয় করতে হবে।

৮. পরীক্ষা ও ফলাফল সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা সমাধানে (যা এখানে উল্লেখ নেই) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাচেলর (অনার্স) ডিগ্রির সংশোধিত রেগুলেশন্স ২০১৩-২০১৪ এর সংশিস্নষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে।